আলমডাঙ্গায় বিএনপির প্রভাবশালী দুই গ্রুপের সমন্বয়; ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান

আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপি’র দীর্ঘদিন ধরে চলমান দুই গ্রুপের সংঘাতময় বিরোধিতার অবসান ঘটার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে সমন্বয় সভা। গতকাল সন্ধ্যায় লায়লা কনভেনশন সেন্টারে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর দুইটি প্রভাবশালী গ্রুপের মধ্যে সমন্বয়ের লক্ষ্যে একটি বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সভায় চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মোঃ শরীফুজ্জামান শরীফের সঙ্গে আলমডাঙ্গা বিএনপি’র সাবেক সভাপতি শহিদুল কাউনাইন টিলু ওস্তাদ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসিরুল ইসলাম সেলিমসহ টিলু ওস্তাদ গ্রুপের নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

এছাড়াও উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের অধিকাংশ সাবেক সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সভায় আসন্ন নির্বাচনে দলীয় ঐক্য ও সংগঠনকে শক্তিশালী করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। নেতৃবৃন্দ বলেন, এই সমন্বয় সভার মধ্য দিয়ে আলমডাঙ্গা বিএনপিতে ঐক্যের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। সভা শেষে বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশ করেন যে, দল ঐক্যবদ্ধভাবে ধানের শীষ প্রতীকে নির্বাচন করে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মোঃ শরীফুজ্জামান শরীফের বিজয় নিশ্চিত করতে হবে।

আলমডাঙ্গায় ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ মাদক ব্যবসায়ী

গ্রেফতার

আলমডাঙ্গায় পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে ৪০ (চল্লিশ) পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট ও মাদক বিক্রয়ের নগদ টাকা উদ্ধারসহ এক মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি আলমডাঙ্গা রেলস্টেশনপাড়ার বাসিন্দা রুবেল হোসেন (৩২)। তিনি আলমডাঙ্গা থানার ১০ মামলার আসামি বলে জানিয়েছে পুলিশ।

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের এসআই (নিঃ) আলমগীর হোসেন সঙ্গীয় ফোর্সসহ থানা এলাকায় মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) রাত ৯টা ৩০ মিনিটে আলমডাঙ্গা স্টেশনপাড়াস্থ গণশৌচাগারের পশ্চিম পাশে পাকা রাস্তার ওপর থেকে রুবেল হোসেনকে গ্রেফতার করা হয়।

জানা গেছে, গ্রেফতারকৃত রুবেল হোসেন আলমডাঙ্গা স্টেশনপাড়ার বাসিন্দা রেজাউল ইসলামের ছেলে। তিনি দীর্ঘদিন ধরে মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত এবং তার বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় ১০টি মামলা রয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ বানী ইসরায়েল জানান, উদ্ধারকৃত আলামত জব্দ তালিকা মূলে জব্দ করা হয়েছে। এ ঘটনায় ধৃত আসামির বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় মামলা নম্বর-০১, তারিখ-০১/০১/২০২৬ খ্রি., ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন এর ৩৬(১) ধারার সারণির ২৯(ক) অনুযায়ী মামলা রুজু করা হয়েছে। পরে তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়।

আলমডাঙ্গায় রাষ্ট্রীয় শোকের মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বই

বিতরণ

আলমডাঙ্গায় রাষ্ট্রীয় শোকের মধ্যে বছরের প্রথম দিনে নতুন বই বিতরণ করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় শোক কর্মসূচির কারণে কোনো ধরনের আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই আলমডাঙ্গা উপজেলার সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শতভাগ শিক্ষার্থীর হাতে ২০২৬ সালের বিনামূল্যের নতুন পাঠ্যবই তুলে দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) সকাল ১০টার দিকে আলমডাঙ্গা প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত এ বই বিতরণ কর্মসূচিতে শত শত শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে নতুন পাঠ্যবই তুলে দেওয়া হয়। পর্যায়ক্রমে কালিদাসপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বলরামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, জগন্নাথপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শ্রীরামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চর শ্রীরামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং আসানগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বই বিতরণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ সময় সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসাররা নিজ নিজ ক্লাস্টারে বই বিতরণ কার্যক্রম তদারকি করেন।

নতুন বছরের প্রথম দিনেই নতুন বই হাতে পেয়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণজুড়ে দেখা যায় শিক্ষার্থীদের আনন্দ, উচ্ছ্বাস ও প্রাণচাঞ্চল্য। রঙিন মলাটের নতুন বই পেয়ে শিক্ষার্থীরা জানায়, বছরের শুরুতেই পাঠ্যবই পাওয়ায় তারা পড়াশোনায় আরও মনোযোগী ও আগ্রহী হয়ে উঠবে।

বই বিতরণ করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার পান্না আক্তার। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) এ.এস.এম শাহনেওয়াজ মেহেদী, উপজেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ আলাউদ্দিন, সহকারী শিক্ষা অফিসার রবিউল ইসলাম, মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হারিস উদ্দিন, আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নাসির উদ্দিন এটমসহ অন্যান্যরা।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার পান্না আক্তার বলেন, নতুন পাঠ্যবই শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জনের প্রথম ধাপ। নিয়মিত অধ্যয়ন ও নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে নিজেদের আদর্শ ও যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি।

এ সময় উপজেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ আলাউদ্দিন শিক্ষার্থীদের নতুন

বছরের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, সময়ের সঠিক ব্যবহার ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমেই শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতে সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হবে।

এছাড়াও বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকসহ অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বই বিতরণ কার্যক্রমে সহযোগিতা করেন এবং শিক্ষার্থীদের উৎসাহ প্রদান করেন।

বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানান, সরকারের নির্দেশনা ও জাতীয় শিক্ষাক্রম অনুযায়ী বছরের প্রথম দিনেই শিক্ষার্থীদের হাতে পাঠ্যবই পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এর ফলে শিক্ষা কার্যক্রম আরও গতিশীল ও কার্যকর হবে বলে তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

আলমডাঙ্গা কেশবপুরের রানা শশুরবাড়িতে খুন-সন্দেহভাজন সাইফুল আটক

আলমডাঙ্গার কেশবপুর গ্রামের রানা তার শশুরবাড়ি মালিহাদ গ্রামে খুন হয়েছে। এ ঘটনায় সন্দেহভাজন সাইফুল ইসলামকে মীরপুর থানা পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

আলমডাঙ্গা উপজেলার হারদী ইউনিয়নের কেশবপুর গ্রামের আব্দুল্লাহ’র ছেলে রানা(৩৫) কে নিজ শশুরবাড়ি মালিহাদ গ্রামে হত্যা করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার রাত ৮ টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, আলমডাঙ্গার কেশবপুর গ্রামের আব্দুল্লাহ’র ছেলে রানা বেশ কয়েক বছর থেকে পার্শ্ববর্তী জেলা কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার মালিহাদ গ্রামে আহসান আলীর কন্যাকে বিয়ে করে ঘর জামাই থাকেন। সেখানে তিনি রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন।

মঙ্গলবার রাতে দুর্বৃত্তরা তাকে পিটিয়ে ও শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছে। মরদেহ শ্বশুর বাড়ির অদূরে আলি হোসেনের বাড়ির পাশে পাওয়া যায়।

আলি হোসেনের বাড়ি সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করে দেখা গেছে, ইটের গাথুনী দেওয়া বাড়িতে এখনো মেঝে প্লাস্টার হয়নি। মেঝেতে বালু থাকায় বালির ওপর ধ্বস্তাধস্তির চিহ্ন দেখা গেছে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, রানা ছেলে হিসেবে খুব ভালো ছিল। সকলের সঙ্গে ভালো ব্যাবহার করতো।তবে রানা খুব ঋনগ্রস্থ ছিল।

মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে সঠিক তথ্য না পাওয়া গেলেও পরকীয়া প্রেমের জেরে রানা খুন হতে পারে বলে স্থানীয়দের দু একজন ধারণা করেছেন।

এ ব্যাপারে কুষ্টিয়ার মীরপুর থানা মৃতদেহ উদ্ধার করে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য প্রেরণ করেন। এব্যাপারে আলি হোসেনের জামাই সাইফুল ইসলামকে মীরপুর থানা পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

মৃত রানার স্ত্রী জানিয়েছেন যে, এশার আজানের পর সাইফুল ইসলাম রানা কে চায়ের দোকান থেকে ডেকে নিয়ে আলি হোসেনের বাড়িতে খুন করে রাস্তায় ফেলে দিয়েছে।

বাদ মাগরিব কেশবপুর গ্রামের জানাজা নামাজ শেষে দাফনকাজ সম্পন্ন হয়েছে বলে জানা গেছে।

আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির উদ্যোগে সিআইপি সাহিদুজ্জামান টরিক’কে গণ সংবর্ধনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সিআইপি নির্বাচিত হওয়ায় সাহেদ গ্রুপের স্বত্বাধিকারীরা সাহিদুজ্জামান টরিককে আলমডাঙ্গা বনিক সমিতির পক্ষ থেকে গণ সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। গতকাল শনিবার রাত ৮টায় আলমডাঙ্গা জেস টাওয়ারের হলরুমে বনিক সমিতি ও আলমডাঙ্গার সকল ব্যাবসায়ি সমিতির পক্ষ থেকে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সাহিদুজ্জামান টরিককে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান বনিক সমিতি। এসময় তাঁকে স্মারক প্রদান করা হয়।আলমডাঙ্গা বনিক সমিতির

সভাপতি আরেফিন মিয়া মিলনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন, বাংলাদেশ বিজনেস চেম সিঙ্গাপুর (বিডিচ্যাম)-এর সভাপতি এনআরবি ওয়ার্ল্ডের প্রেসিডেন্ট, সাহেদুজ্জামান টরিক।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, ব্যাবসায়ীরা সমাজের সবচেয়ে বিনয়ী মানুষ। তিনি বলেন, মনে রাখবেন ব্যাবসা করতে টাকার প্রয়োজন হয়না। প্রয়োজন সকলের সাথে যোগাযোগ, ভালো ব্যাবহার করা। বড় বড় ব্যাবসায়ীর ছেলের কাছে লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে ব্যাবসা শুরু করেছে, কিন্তু সে যদি মানুষ কে মানুষ না মনে করে তবে দেখবেন তার দোকান খুব অল্প সময়ের মধ্যে ফাঁকা হয়ে গেছে। কিন্তু যার টাকা নেই, কিন্তু সে যদি কোন বড় ব্যাবসায়ীর মন জয় করতে পারে দেখবেন সে একদিন আপনার এলাকায় বড় ব্যাবসায়ি হয়ে গেছে। তাই কাউকে ছোট ভাববেন না।

সাহিদুজ্জামান টরিক বলেন, ‘আমি চুয়াডাঙ্গা থেকে কিছু নিতে আসিনি, চুয়াডাঙ্গাকে কিছু দিতে এসেছি। আপনারা যদি আমাকে সহযোগিতা করেন, তাহলে আমি এই জেলার পরিবর্তনে ভূমিকা রাখতে চাই।’ তিনি বলেন, নিজের যোগ্যতা ও মানুষের সঙ্গে সম্পর্কই তার মূল শক্তি। শূন্য থেকে শুরু করে আজ তিনি এই অবস্থানে পৌঁছেছেন। তিনি আরও বলেন, ‘আমার ছোট ভাই শরীফুজ্জামান ওয়াদা করেছে- সে এমপি হোক বা না হোক, প্রশাসনের কাউকে তদবিরের জন্য সে ফোন দেবে না। আইন আইনের রাস্তায় চলবে। আমাদের বাক্য একটাই- এ দেশে আইনের সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা।’ আমি কথা দিচ্ছি আপনারা যদি আমার ছোট ভাই শরিফুজ্জামানকে ভোট দেন তাহলে আমি চুয়াডাঙ্গা, আলমডাঙ্গাকে পরিবর্তন করবো ইনশাল্লাহ। আপনারা যদি আমাকে সহোযোগিতা করেন, তাহলে আপনাদের এই অঞ্চলকে উন্নয়নের মাধ্যমে মডেল আলমডাঙ্গায় গড়ে তুলবো।

বিএনপি যদি ক্ষমতায় আসতে পারে তাহলে আলমডাঙ্গার বন্ধ হয়ে যাওয়া কুমারী ভেটেরিনারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট আবার আমি কলেজ করবো ইনশাল্লাহ। আপনারা জায়গা দিলে আলমডাঙ্গায় প্রাইভেট হাসপাতাল বানিয়ে দেব।

এক টুকরো কম্বলের অপেক্ষায় আলমডাঙ্গার অসহায় পরিবার গুলো

হিমেল হাওয়ায় নীরব কান্না, একটু সহানুভূতির চোখে একটুকরো শীতবস্ত্র নামক কম্বলের আকুল আবেদন। ধনবান ও সম্পদশালীদের এগিয়ে আসার আহ্বান। ঠান্ডা হিমেল বাতাসে শীতের তীব্র আক্রমণে সাধারণ মানুষের জীবন থমকে গেছে।

আলমডাঙ্গায় তাপমাত্রা নেমে এসেছে প্রায় ৯ ডিগ্রিতে। কনকনে শীতে কাঁপছে উপজেলাবাসী, কিন্তু প্রশাসনের পক্ষ থেকে কার্যকরভাবে কম্বল বিতরণের কোনো দৃশ্যমান উদ্যোগ নেই। নামমাত্র স্টেশনে দু’দিন বিতরণের কথা শোনা গেলেও সেই কম্বল ছিন্নমূল মানুষের হাতে পৌঁছায়নি।

উপজেলাজুড়ে ঘুরে দেখা গেছে, ঠান্ডার রাতে কারও কপালে জোটেনি একটুকরো উষ্ণতা। কনকনে শীতে প্রাণ কাঁপে, অথচ প্রশাসনের কম্বল এখনো পৌঁছায়নি অসহায় মানুষের হাতে। রাস্তায় এবং যারা খোলা আকাশের নিচে রাত কাটায়, তাদের জন্য প্রশাসনের এই উদাসীনতা সরাসরি অমানবিকতার শামিল।

২০২২ সালের আদমশুমারি রিপোর্ট অনুযায়ী, আলমডাঙ্গায় ১৫টি ইউনিয়নের ২১১টি গ্রাম ও ১টি পৌরসভা নিয়ে প্রায় ৩ লাখ ৮০ হাজার মানুষ বসবাস করে। এছাড়াও উপজেলায় রয়েছে ৬টি আবাসন, ১৩টি এতিমখানা ও ১টি বৃদ্ধাশ্রম যার কোনোটিতেই এবার দৃশ্যমানভাবে কম্বল দেওয়া হয়নি।

অথচ এই শীতে বৃদ্ধদের শরীর নিথর হয়ে আসছে, আর প্রশাসন নীরব দর্শকের ভূমিকায়। প্রশ্ন জাগে এই শীতেও যদি প্রশাসন দায়িত্ব না নেয়, তাহলে কবে নেবে দায়িত্ব?

এটি শুধু অবহেলা নয়, এটি দায়িত্বহীনতার নির্মম উদাহরণ। দ্রুত ও সুষ্ঠুভাবে কম্বল বিতরণে ব্যর্থতার দায় সম্পূর্ণভাবে উপজেলা প্রশাসনের।

জামজামি ইউনিয়নের নারায়ণপুর আবাসনের এক বৃদ্ধা বলেন, এই শীতেও একটা কম্বল পেলাম না। যে শীত পড়ছে, মনে হচ্ছে এবারই সবচেয়ে বেশি শীত পড়ছে। আমরা গরিব মানুষ অন্যের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি কখন

একটু গরম কাপড় পাব এই আশায়। গতবার উপজেলা থেকে আগে কম্বল দিয়েছিল, কিন্তু এবার এখন পর্যন্ত পাইনি।

কম্বল বিতরণ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে মানবাধিকার কমিশন আলমডাঙ্গা শাখার সভাপতি আল-আমিন হোসেন পরশ বলেন, গত এক সপ্তাহ ধরে যে কনকনে শীত পড়ছে, তাতে মানুষের হাড় কাঁপছে, অথচ উপজেলা প্রশাসন এখন পর্যন্ত কম্বল বিতরণের কোনো উদ্যোগ নেয়নি।

সিনিয়র সাংবাদিক হামিদুল ইসলাম আজম বলেন, শীত কারও জন্য অপেক্ষা করে না, কিন্তু সহায়তা কেন এত দেরি করে? একটি কম্বল কারও কাছে শুধু কাপড় নয় এটাই তার জীবন বাঁচানোর শেষ আশ্রয়।

এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার পান্না আক্তার বলেন, নির্বাচনের ব্যস্ততার কারণে এবার একটু দেরি হচ্ছে। প্রতিদিনই মিটিং অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তবে দুই-তিন কার্যদিবসের মধ্যে কম্বল দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

আলমডাঙ্গার বাঁশবাড়িয়ায় ঋণের বোঝা কাঁধে নিয়ে কৃষকের আত্মহত্যা

চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার বাঁশবাড়িয়া গ্রামে ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে না পেরে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন কৃষক ইকরামুল হক মোহন (৩৫)। গতকাল মঙ্গলবার সকালে নিজের বাড়িতে এই করুণ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় ও পারিবারিকসূত্রে জানা গেছে, মোহন ওই গ্রামের কাউসার আলির ছেলে। পেশায় তিনি একজন কৃষক ছিলেন। প্রায় এক বছর আগে তার মেরুদণ্ডে হাড়ক্ষয় রোগ ধরা পড়ে, যার ফলে তিনি ভারী কাজ বা দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারতেন না।

চিকিৎসার ব্যয় এবং সংসারের খরচ চালাতে মোহন স্থানীয় কয়েকটি এনজিও থেকে ঋণ নেন। কিন্তু অসুস্থতার কারণে উপার্জন বন্ধ হয়ে

যাওয়ায় কিস্তি পরিশোধ করা তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। প্রতিবেশী ও আত্মীয়রা জানান, শেষ কয়েক মাসে এনজিও কর্মীদের ধারাবাহিক চাপ ও ঋণের ভয় তাকে মানসিকভাবে ভেঙে দিয়েছে।

বাঁশবাড়িয়ার স্থানীয়রা বলেন, “মোহন খুবই সহজ-সরল মানুষ ছিলেন। অসুস্থ হওয়ার পর তাকে মানসিকভাবে খুব বেশি ভেঙে পড়তে দেখেছি। আজ তার মৃত্যুতে পুরো গ্রামে শোকের ছায়া ফেলেছে।”

পুলিশ ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা ঘটনাটি খতিয়ে দেখছেন। তবে এই সংবাদ লেখা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট এনজিও কর্তৃপক্ষের কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ বানী ইসরাইল জানান, এ বিষয়ে প্রাথমিকভাবে থানায় একটি ইউ ডি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় নাশকতা মামলায় স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা গ্রেফতার

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে নাশকতা মামলার আসামি স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতা গ্রেফতার হয়েছে। গতকাল নাগদাহ এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

আলমডাঙ্গা থানার, ১০ই নভেম্বর ২০২৪ এর এফআইআরকৃত মামলা নং-১০, তদন্তে সাজাপ্রাপ্ত আসামী নাগদাহ ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক রাসেল জোয়ার্দার (৪৫) গ্রেফতার হয়েছে।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলা নাগদাহ গ্রামের জোয়ার্দার পাড়ার নজরুল ইসলাম জোয়ার্দ্দারের ছেলে রাসেল জোয়ার্দার।

এ ব্যাপারে আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ বানী ইসরায়েল বলেন, নাশকতা মামলায় রাসেল জোয়ার্দার কে গ্রেফতার করে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা হাটবোয়ালিয়ায় পল্লীবিদ্যুতের কেবি চুরি, কৃষকরা বিপাকে

আলমডাঙ্গার ভাংবাড়ীয়ায় পল্লীবিদ্যুতের কেবি চুরিতে তোলপাড়। কৃষক থেকে সাধারণ মানুষ চরম বিপাকে পড়েছে। ভাংবাড়ীয়ার নিমতলা ও খামার মাঠে গভীর রাতে সংঘবদ্ধ দুর্বৃত্তচক্রের দুঃসাহসিক হানা। সব মিলিয়ে কৃষকরা চরম ক্ষতির সম্মুখীন।

আলমডাঙ্গা উপজেলার ভাংবাড়ীয়া ইউনিয়নের নিমতলা ও খামার মাঠ এলাকায় পল্লী বিদ্যুতের কেবি চুরির ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। গতকাল সোমবার দিবাগত গভীর রাতে সংঘবদ্ধ দুর্বৃত্তচক্র পরিকল্পিতভাবে এই চুরির ঘটনা ঘটায়। এতে পল্লীবিদ্যুতের মোট ৪টি কেবি (কন্ট্রোল বক্স) চুরি হয়ে যায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ভাংবাড়ীয়া গ্রামের বাসিন্দা রাজু আহম্মেদের মটরে স্থাপিত ১টি কেবি এবং একই গ্রামের ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য সুজন আলী মেম্বারের খামার মাঠে অবস্থিত বোরিংয়ের ৩টি কেবি খুলে নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। রাতের আঁধার ও নির্জন পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে চোরচক্র নির্বিঘ্নে পালিয়ে যায়।

চুরির ফলে সংশ্লিষ্ট মটর ও বোরিং সম্পূর্ণরূপে অচল হয়ে পড়েছে। এতে সেচ কার্যক্রম বন্ধ থাকায় মাঠে থাকা ফসল ক্ষতির ঝুঁকিতে পড়েছে। শুষ্ক মৌসুমে বোরিংনির্ভর কৃষিকাজ ব্যাহত হওয়ায় সব মিলিয়ে কৃষকরা চরম ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ভুক্তভোগীরা।

এলাকাবাসীরা জানান, ভাংবাড়ীয়া ইউনিয়নে এর আগেও একাধিকবার পল্লী বিদ্যুতের সরঞ্জাম চুরির ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু কার্যকর ব্যবস্থা না নেওয়ায় দুর্বৃত্তচক্র আরও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। দ্রুত অপরাধীদের সনাক্ত করে গ্রেপ্তার, রাত্রীকালীন টহল জোরদার এবং বিদ্যুৎ স্থাপনায় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জোর দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় কৃষক ও সচেতন মহল।

এ ঘটনায় ভুক্তভোগীরা আলমডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। থানা পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং ঘটনাস্থল পরিদর্শনসহ চোরচক্র সনাক্তে তদন্ত কার্যক্রম শুরু হয়েছে। দ্রুত চুরি হওয়া কেবি উদ্ধারের পাশাপাশি জড়িতদের আইনের আওতায় আনা হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

আলমডাঙ্গা মাধবপুর মডেল হাইস্কুল পরিদর্শনে রাজবাড়ী জেলা দায়রা জজ

আলমডাঙ্গা ডাউকি ইউনিয়নের “মাধবপুর মডেল হাই স্কুল” পরিদর্শন করেন লন্ডন প্রবাশী ব্যারিষ্টার জিল্লুর রহমান ও রাজবাড়ী জেলা দায়রা জর্জ মো:তহিদুল ইসলাম। এ সময় উপস্থিত ছিলেন, অত্র বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও ম্যানেজিং কমিটির সম্মানিত সভাপতি মো: ছরোয়ার হোসেন।

অতিথিদের সামনে প্রধান শিক্ষক আশরাফ জাহান, আবেদ আলী স্কুলের কাগজ পত্র সহ বিভিন্ন সময়ের উন্নয়নমূলক কাজের বিষয়ে তুলে ধরেন। মাধবপুর গ্রামের কৃতি সন্তান রাজবাড়ী জেলা দায়রা জর্জ তহিদুল ইসলাম বলেন, অত্র বিদ্যালয়ের সাথে আমার পিতামহ জড়িত ছিলেন, তিনি জমি দান করে স্কুল নির্মাণ করেছিলেন, আমরা তার সন্তান হিসেবে তার হাতে গড়া বিদ্যালয়টিকে ডিজিটালাইজ্ড মডেল হাইস্কুলে রুপান্তরিত করার জন্য সর্ব প্রকার চেষ্টা অব্যাহত রাখবো।

তিনি আরো বলেন, আমার বড় ভাই এখানে শিক্ষকতা করেন, তার কাছ থেকে সব সময় স্কুলের খোজ খবর রাখি। আপনারা সকলে মিলে স্কুলটির উন্নয়ন কল্পে এগিয়ে আসলে আমরা সবাই মিলে গ্রামের স্কুলটির উন্নয়ন করবো ইনশাল্লাহ। এছাড়া তিনি দীর্ঘ আলোচনা, মূল্যবান দিক নির্দেশনা ও গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ প্রদান করেন।

ব্যারিষ্টার জিল্লুর রহমান বলেন, আপনারা সকলে মিলে এই স্কুলের জন্যে যেভাবে কাজ করছেন, তাতে আমি আশাবাদি স্কুলটি অত্র এলাকার

মধ্যে সেরা স্কুলে রুপান্তরিত হবে। আমি যেখানেই থাকি আপনারা আমাকে স্বরণ করলে আমি সবসময় আপনাদের পাশে থাকবো। এর আগে স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ তাদের দুজনকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।